ইসলামী দুনিয়া

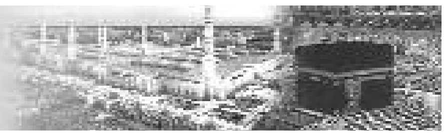

মাযলুমের ফরিয়াদ ও হাওয়ারীর করণীয়

২৮ নং পৃঃ পর

১. কাফেরেরা কুফরীর ব্যাপারে যে দৃঢ়তা, অবিচলতা দেখাচ্ছে এবং কুফরীর ঝান্ডা সমুন্নত রাখার জন্য যে ধরনের চেষ্টা করছে তোমরা তাদের মোকাবিলায় তাদের চাইতেও বেশী দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখাও। দুই. তাদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা, অবিচলতা ও মজবুতি দেখানোর ব্যাপারে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করো।

কঠিন পরিস্থিতিতে ময়দানে দৃঢ় থাকতে হবে তবে কোন অবস্থাতে শত উস্কানীর মুখেও সীমালংঘণ করা যাবেনা। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। এই প্রসংগে আল্লাহ বলেন, ” হারাম মাসের বদলা হারাম মাসই হতে পারে এবং সব পবিত্র জিনিসকেই সমান মর্যদা দিতে হবে। কাজেই যে কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে তোমরাও তেমনিভাবে তাদের উপর হামলা করো। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা সীমালজ্ঘন করা থেকে বিরত থাকে-(বাক্বারা ঃ ১৯৪)। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক আরও বলেন, যদি তোমরা কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নাও, তাহলে তোমাদের উপর যে পরিমাণ অন্যায় করেছে সে পরিমাণ নিতে পারো। আর যদি তোমরা সবর করো তাহলে তা তার জন্যই ভালো যে সবর করেছে। ধৈর্য্যের সাথে কাজ করতে থাকে। তোমার এ সবর আল্লাহরই তাওফীকের ফল। তাদের কার্যকলাপে দুঃখবোধ করো না এবং তারা যত চালবাজি করছে তাতে মন ছোট করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবন-যাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে-(নাহল ঃ ১২৬-১২৮)।

মন্দের জবাব উত্তমভাবে দিতে হবে। আদর্শিক আন্দোলনের কর্মীরা মন্দের জবাব মন্দভাবে দেয়ার কথা চিন্তাই করতে পারেনা। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন, (হে নবী!) সৎ কাজ ও অসৎ কাজ এক সমান নয়। আপনি অসৎ কাজকে ঐ নেক কাজ দ্বারা দমন করুন, যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখতে পাবেন যে, যার সাথে আপনার দুশমনি ছিলো, সে আপনার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। সবরকারী ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। আর অতি ভাগ্যবান ছাড়া আর কেউ এ মর্যাদা লাভ করতে পারে না। যদি কখনো টের পান যে, শয়তান আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে, তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন- (ফুসসিলাত ঃ ৩৪-৩৬)।

৬ষ্ঠ দায়িত্ব হচ্ছে: আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। অতীতের ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ” হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহর কাছে তাওবা করো, খাঁটি তাওবা। হয়তো আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ বিলোপ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান রয়েছে। ঐ দিন আল্লাহ তাঁর নবী ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে অপমানিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে দৌড়াতে থাকবে এবং তারা বলতে থাকবে, “হে আমাদের রব! আমাদের নূর আমাদের জন্য পুরা করে দাও এবং আমাদেরকে মাফ করে দাও। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখো।” (তাহরীম ঃ ৮)

৭ম দায়িত্ব হচ্ছে সর্বাবস্থায় আমর বিল মারূফ ও নেহী আনিল মুনকার এর দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমর বিল মারুফ তথা সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান করা বাধ্যতামূলক। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজকে ঈমানের সাথে উল্লেখ করেছেন: “এখন তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত, যাদেরকে মানব জাতির হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য ময়দানে আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ করো ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তাহলে তাদের জন্যই তা ভালো ছিলো। যদির তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান” (আল ইমরান ১১০)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন: নামায কায়েম করো, ভালো কাজের হুকুম দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো এবং যে বিপদই আসুক তাতে সবর করো। এ কথাগুলোর জন্য বড়ই তাগিদ করা হয়েছে (লোকমান ঃ ১৭)। উক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল যে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করা ফরয। এই প্রসংগে আল্লাহর রাসূলের অনেক হাদীস আছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ মুনকার) শরীয়ত পরিপন্থী) কিছু হতে দেখলে হাত (শক্তি) দ্বারা তা প্রতিহত করা উচিত।) সে শক্তি না থাকলে তবে মুখ দ্বারা উহা হতে বিরত রাখবে। আর তা সম্ভব না হলে মনে মনে উক্ত কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা উচিত। এটা হল দূর্বলতম ঈমান- মুসলিম। উক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে ইসলামী সমাজের অবক্ষয়রোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নৈতিকতা বিরোধী কার্য্যকলাপ প্রতিরোধ করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। তবে মনে রাখতে হবে অন্যায়ের বাধা দেয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ,মৌখিক ভাবে নিষেধ ও মনে মনে ঘৃনা পোষণের হাদীসে বর্ণিত এ তিনটি পর্যায় থেকে কখন কোনভাবে আমল করতে হবে তা পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকেই ঠিক করতে হবে। এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্বান্ত গ্রহণের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতির যথাযথ বিশেষণ জরুরী। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্বান্ত নেয়ার অভাবে মুসলিম উম্মাহকে অতীতে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে। অন্যায়ের বাধা না দিলে উক্ত অন্যায় কাজের বিস্তার ঘটে। যেমনি শরীরে কোন রোগ দেখা দিলে তার চিকিৎসা করা না হলে উক্ত রোগ সংক্রামক ব্যধি হয়ে শুধু ব্যক্তিরই ক্ষতি করেনা বরং তার আশপাশে যারা থাকে তারাও উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এই প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। হযরত নোমান বিন বশীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল-াহ (সা) বলেছেন আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সীমারেখা পালনে অলসতাকারী বা উহাতে পতিত ব্যক্তি ঐ সকল লোকের ন্যয় যারা লটারীর সাহায্যে স্থান নির্ধারণ করে নৌকায় আরোহণ করেছে। সুতরাং কতক লোক নৌকার উপরের তলায় আর কতক লোক নীচ তলায় স্থান নিয়েছে। অতপর যারা নৌকার নীচতলায় স্থান নিয়েছিল তাদের পানির প্রয়োজন পূরণের জন্য উপর তলার লোকদের নিকট যেতে হত। এতে তারা কষ্টবোধ করত। সুতরাং নীচতলার এক ব্যক্তি কুড়াল হাতে নিয়া নৌকার নীচের অংশ কেটে ছিদ্র করতে আরম্ভ কবল। তখন উপরের তলার লোকেরা এসে বলল তোমার কি হয়েছে- তুমি কি করছ? তখন সে বলল তোমরা আমার যাতায়াতের কারণে কষ্ট অনুভব কর। আর আমি পানির তীব্র অভাব অনুভব করছি। সুতরাং পানি লাভের জন্য আমার পথ খুঁজতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় লোকেরা যদি তাকে নৌকার তলা কাটা হতে দুই হাত ধরে বিরত রাখে তবে ঐব্যক্তি এবং সবাই বাঁচবে। আর যদি তারা ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয় অর্থাত বিরত না রাখে তবে ঐ লোক এবং তারা সকলেই ধ্বংস হবে-(বুখারী)।

কোন একটি ঘরে ময়লা আবর্জনা পড়া শুরু করলে আর তা পরিষ্কার করা না হলে এক পর্যায়ে উক্ত ঘরে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনুরুপভাবে কোন একটি সমাজে অন্যায় অপকর্ম শুরু হলে তা প্রতিহত করা না হলে অন্যায় অপকর্মের বিস্তার ঘটলে উক্ত সমাজে বসবাসই কঠিন হয়ে যায়। আরেকটি অভিজ্ঞতা এই যে, মানুষ কোন খারাপ কাজ দেখলে আর তা দূর করা না হলে এক পর্যায়ে খারাপ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এমন এক সময় আসে যে উক্ত খারাপ কাজকে আর খারাপ মনেই হয়না। অতএব আমাদেরকে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করতে হবে। আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকার এর কাজ করতে হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

কোমল ভাষায় আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করতে হবে। এই প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। আবূ সাঈদ হাসান আল বসরী থেকে বর্ণিত। আয়েজ ইবন আমর (রা) একদা উবাইদুলাহ ইবন যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি বললেন হে বৎস আমি রাসূলুলাহকে বলতে শুনেছি যে নিকৃষ্ট রাখাল হল সেই ব্যক্তি যে রক্ষণাবেক্ষনের ব্যাপারে নম্রতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করেনা। তুমি সতর্ক থাক যেন এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাও। সে তাকে বলল থাম কেননা তুমি তো মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের সাথীদের মধ্যে অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েয) বলেন তাদের (সাহাবীদের) মধ্যে কি এরূপ অপদার্থ লোক ছিল। নীচ ও অপদার্থ লোক তো তাদের পরের স্তরে অথবা তারা ছাড়া অন্য লোক-(মুসলিম)। আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করার সময় কষ্ট দায়ক কোন কিছু শুনলে বা দেখলে রাগান্বিত হওয়া যাবেনা বরং ধৈর্যের সাথে সংশোধনের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এই কথা মনে রাখতে হবে যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে গেলে নানা ধরনের বাধা আসবে। বাধা আসাটাই স্বাভাবিক। এ সব বাধা মোকাবিলা করে মারুফ কা্জ করা ও মুনকার বর্জনের আহবান জানানো এক ধরনের জিহাদ।

এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গেলে অনেক কথা শুনতে হয়। অনেকে উপহাস করে। এমনকি আল্লাহর প্রিয় রাসূল (স:) কে পর্যন্ত বলা হয়েছে আল্লাহ বুঝি নবী করার জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাননি। হযরত নূহ সাড়ে নয় শত বছর দাওয়াতী কাজ করে মাত্র ৪০ জন কিংবা ৮০ জন অনুসারী করতে পেরেছেন। তিনি যখনই দ্বীনের দাওয়াত দিতে যেতেন। তখনই তারা কানে কাপড় ঢুকিয়ে রাখতো যেন তাঁর দাওয়াত শুনতে না পায়। এ ভাবে দাওয়াতী কাজ করতে গেলে বিরাট ধৈর্যের প্রয়োজন।

সৎ কাজের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সৎকাজ করতে হবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করার সাথে সাথে উক্ত অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। মুলত বাস্তব জীবনের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া খুবই কঠিন। মুখে দ্বীনের অনেক কথা বলা যায় কিন্তু বাস্তব জীবনে সে সব অনুসরন করা কঠিন। আল্লাহ তাই বলেছেন, হে ঈমানদার ব্যক্তিরা তোমরা যা করোনা তা অপরকে কেন করতে বলছো? আল্লাহ অন্যত্র বলেন: তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও। অথচ তোমরা কিতাব পড় তথাপি কেন বুঝনা?-(বাক্বারা ৪৪)। ইয়াহুদী পন্ডিতদের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তারা মানুষকে যেসব বিষয়ে নসীহত করত তারা তা পালন করতোনা। তারা মানুষকে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করতো কিন্তু নিজেরা অন্যের সম্পদ গ্রাস করতো। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্যত্র এই ধরনের কাজ তাঁর নিকট খুব অপছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসংগে একটি হাদীস উল্লেখ করছি। উসামা ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আমি রাসূলে কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে বলতে শুনেছি যে কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অুপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে ফলে তার নাড়ি ভূড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এ নিয়ে এমনভাবে চক্কর দিতে থাকবে যেভাবে গাধা চক্রের মধ্যে ঘুরে থাকে। দোযখীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞাসা করবে হে অমুক তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎকাজের নির্দেশ দিতেনা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাতেনা সে বলবে হ্যাঁ আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম কিন্তু আমি নিজে তা করতামনা। আমি অন্যদের খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম কিন্তু আমি নিজেই আবার তা করতাম- (বুখারী- মুসলিম)।

৮ম দায়িত্ব হচ্ছে কঠিন মুহুর্তে কোন অবস্থাতেই কোন ইস্যুতে পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হওয়া যাবেনা এবং আভ্যন্তরীণ শৃংখলঅ নষ্ট করা যাবেনা। এই প্রসংগে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরন কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহ্‌র পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত: আল্লাহ্‌র আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে।

নামাযে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হয়। আল্লাহ তায়ালা সুরা সফের শুরুতে সফবন্দী হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে বলেছেন। এর মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে আভ্যন্তরীন শৃংখলা রক্ষার দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

৯ম দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর পথে জান-মাল কুরবানী করার জন্য সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। এই প্রসংগে আল্লাহ বলেন:

(আসল ব্যাপার এই যে,) আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেবার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মযবুত ওয়াদা, যা তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছো, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা-(তাওবাহঃ ১১১)।

জাগতিক কোন মোহ আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়না। এই প্রসংগে আল্লাহ বলেন: হে রাসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন ঃ তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের ঐ মাল যা তোমরা কামাই করেছে, তোমাদের ঐ কারবার তোমরা যার মন্দার ভয় করো এবং তোমাদের ঐ বাড়ি, যা তোমরা পছন্দ করো- (এসব) যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আলোহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়ত করেন না-(তাওবাহ ২৪)।

কখনও কখনও আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে সে অমুক স্থানে না গেলে ঐ বিপদটা হতোনা। এই প্রসংগে আল্লাহ বলেন, ”হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা এ কাফিরদের মতো কথা বলো না, যাদের কোন আত্মীয়-স্বজন যদি কখনো সফরে যায় বা যুদ্ধে শরীক হয় (এবং সেখানে কোন বিপদে পড়ে) তাহলে তারা বলে ঃ তারা যদি আমাদের কাছে থাকতো তাহলে মারাও যেতো না এবং নিহত হতো না। আল্লাহ এ ধরনের কথাকে তাদের মনে আফসোসের কারণ বানিয়ে দেন। অথচ আসলে আল্লাহ-ই তো জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তোমাদের সব কাজ-কর্মই তিনি দেখছেন। যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও তাহলে আল্লাহর যে রহমত ও দান তোমাদের ভাগ্যে জুটবে তা ঐসব জিনিস থেকে অনেক ভালো, যা তারা জমা করে। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন, এরা ঐসব লোক, যারা নিজেরা তো বসেই রইলো, আর তাদের যেসব ভাই-বন্ধু যুদ্ধ করতে গেলো এবং নিহত হলো তাদের সম্বন্ধে এরা বলে দিলো যে, যদি তারা আমাদের কথা মেনে নিতো তাহলে তারা মারা যেতো না। হে নবী! ওদেরকে বলে দিন যে, যদি তোমরা এ কথায় সত্যবাদী হও তাহলে যখন তোমাদের মৃত্যু আসবে তখন তোমাদের নিজেদের থেকে তা ফিরিয়ে দিব। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা তো আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছ থেকে রিযক পাচ্ছে। আল্লাহ তাদেরকে নিজ মেহেরবাণী থেকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে তারা খুশি ও তৃপ্ত।

নামাজের সময়সূচী
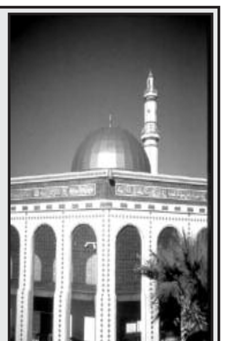
তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
২৬ জুলাই	৩.০৮	৫.০৪	১.১৩	৬.৩৫	৯.১০	১০.৪৫
২৭ জুলাই	৩.১০	৫.০৫	১.১৩	৬.৩৫	৯.০৯	১০.৪৫
২৮ জুলাই	৩.১২	৫.০৭	১.১৩	৬.৩৪	৯.০৮	১০.৪৫
২৯ জুলাই	৩.১৫	৫.০৮	১.১৩	৬.৩৪	৯.০৬	১০.৪৫
৩০ জুলাই	৩.১৭	৫.১০	১.১৩	৬.৩৩	৯.০৫	১০.৪৪
৩১ জুলাই	৩.১৯	৫.১১	১.১৩	৬.৩২	৯.০৪	১০.৪৪
০১ আগস্ট	৩.২২	৫.১২	১.১৩	৬.৩০	৯.০২	১০.৪৩